প্রথম আলো

তারিখ 02 AUG 2008
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

উচ্চ শিক্ষা

ইউজিসি চেয়ারম্যানের বক্তব্য ও রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রানা ভিক্ষু

২৬ জুলাই *প্রথম আলো* কার্যালয়ে দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলামের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় যে সব মত উঠে এসেছে তার বেশির ভাগই দুশ্চিন্তার উদ্রেক করে। তবে আশার কথা, তিনি বর্তমানে আসীন সেই চেয়ারটিতে, যেখান থেকে দেশের উচ্চশিক্ষার নিম্নগামী হওয়ার পথে তিনি বাধা সৃষ্টি করতে পারবেন।

স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমস্যা এতটাই বহুমাত্রিক যে রাতারাতি এর সমাধান নেই—তাঁর এ কথার মাধ্যমে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি, অন্তত সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা গেছে। তিনি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আকর্ষণীয় বেতনকাঠামোর প্রয়োজনীয়তা যেমন উপলব্ধি করেন, তেমনি শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতার দায়ও এড়াতে দেননি। গত ১০ বছরে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদানকারীদের যোগ্যতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন তুলেছেন, তেমনি প্রতিভাবান শিক্ষকদের অবমূল্যায়নের জন্য আক্ষেপও প্রকাশ করেছেন। এই সমন্বয়গুলো খুবই জরুরি ও যৌক্তিক।

ইউজিসির বিভিন্ন অনিয়মের কারণ অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ব্যাখা করেছেন, তুলে ধরেছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সীমাবদ্ধতা ও অনিয়মের কথা।

গত ২৪ জুলাই *প্রথম আলো* পত্রিকায় প্রকাশিত 'বন্ধ তিন বিশ্ববিদ্যালয় চলছে আদালতের রায়ে' শীর্ষক খবরের মাধ্যমে আমরা তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিলের বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছি। ইউজিসি চেয়ারম্যানের কথায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সনদ বাতিল করা ওই তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে রিট আবেদনের রায়ের ওপর। রিট আবেদন খারিজ হলে শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়বে বলে তিনি আশঙ্কা করেছেন। রিট আবেদন খারিজ হলেও হয়তো ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে একটি মূল্যায়নের ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী ডিগ্রি দেওয়া বা বিকল্প অন্য কোনো ব্যবস্থার কথা নীতিনির্ধারক মহল নিশ্চয়ই বিবেচনা করবে। তবে এ ক্ষেত্রে যারা উচ্চশিক্ষার নামে বাণিজ্য করেছে, তাদের যথাযথ বিচার আশা করে দেশের নির্বিশেষ জনগণ। আমরা আশাবাদী, ইউজিসি চেয়ারম্যানের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধতা ও অনিয়ম দূরীকরণে উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদন হওয়া অধ্যাদেশ শিগগিরই চূড়ান্ত এবং তা জারির মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে উচ্চশিক্ষায় নিয়মনীতি দ্রুত ফিরে আসবে।

২.

বর্তমান পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যমান বিভিন্ন সংকট কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রতি আস্থা রেখে ভবিষ্যতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিতে একটি বিষয় আনতে চাই। তা হলো, জনগণের অধিকার ও দাবির স্বীকৃতি হিসেবে রংপুরে বাংলাদেশের ২৮তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছে বলে দেশবাসী নিশ্চিত হয়েছে উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমানের বক্তব্যে। গত ১ জুলাই ঢাকায় বৃহত্তর রংপুরের অধিবাসীদের সভায় তিনি ঘোষণা করেন—এ বছরই রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করা হবে। ৬ জুলাই বৃহত্তর রংপুর সফরে এসেও তিনি স্থানীয় সুধী সমাবেশে বলেন, ছয়টি বিষয়ে অনার্স কোর্স নিয়ে এ বছরেই রংপুর বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রম শুরু করবে। বৃহত্তর রংপুরবাসীসহ সারা দেশের শিক্ষার্থী ও অভিভাবক রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের বাস্তবায়ন দেখার অপেক্ষায় প্রহর গুনছেন। অতি সত্বর সারা দেশের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের অপেক্ষা এবং বৃহত্তর রংপুরবাসীর দীর্ঘদিনের এই স্বপ্ন পূরণ হবে নিঃসন্দেহে। তবে এ স্বপ্ন যেন পূরণ হয়, সে জন্যই প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে :

১. শিক্ষক হিসেবে নবীন সব বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন এমন ব্যক্তি নিয়োগ পান—যাঁরা শুধু সংশ্লিষ্ট বিষয়েই অভিজ্ঞ নন, জাতির কাছে নীতিগতভাবেও তাঁরা যেন দায়বদ্ধ থাকেন। প্রয়োজনে প্রবীণ, অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করুন।

২. যেহেতু প্রাথমিক অবস্থায় ভাড়া বাড়িতে রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেহেতু বাড়িভাড়ার কাজ দ্রুত শেষ করা দরকার। কেননা, এসএইচসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময় আসন্ন। একই সঙ্গে বাড়িভাড়া করার সময় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসনের বিষয়টি বিবেচনায় রাখুন।

৩. স্থায়ী ক্যাম্পাসে ভবন নির্মাণের সময় একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা মাথায় রাখা আবশ্যক, যাতে ভবিষ্যতে পতিত জায়গা ব্যবহারে কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয়।

৪. শুরু থেকেই উত্তরবঙ্গের দারিদ্র্য দূরীকরণে সহায়ক গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ রাখা দরকার।

৫. রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফি এবং বেতন সহনীয় স্তরে রাখা, ছাড়াও পর্যাপ্ত বৃত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে উত্তরবঙ্গের দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়।

বৃহত্তর রংপুরবাসী আশা করে, বর্তমান ইউজিসি চেয়ারম্যান রংপুরবাসীকে একটি সুপরিকল্পিত বিদ্যাপীঠ উপহার দেবেন।

রানা ভিক্ষু : উন্নয়নকর্মী।